Chilekothar Ghar

by

Ruskin Bond

No part of this work can be reproduced in any form without the written permission of the copyright holder and the publisher

English edition published by
Penguin Random House India Pvt. Ltd.

© Ruskin Bond
বাংলা অনুবাদ © বুক ফার্ম

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শান্তনু মিত্র
প্রুফ সংশোধন : অনমিত্র রায়

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯০৫১০১১৬৪৩/৯৮৩১০৫৮০৪০
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

ভালো লাগল। আমাদের তো আগেও দেখা হয়েছিল?'

মুখে যথাসম্ভব একটা গম্ভীর ভাব রেখে রাস্টি নিজের মনে অস্ফুট স্বরে কিছু বলল।

'সেও তো অনেকদিন হয়ে গেল,' শমি নিজে নিজেই বলতে থাকে, 'এখন আমরা বন্ধু হয়ে গেছি। খুব ভালো বন্ধু।'

রাস্টি তখনও বিড়বিড় করে চলেছে, কিন্তু এই বেলা শমির বাড়িয়ে দেওয়া কাদামাখা হাত সে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে একটু ঝাঁকিয়ে দিল। তারপর তার হাতের পাতায় থাকা টিক্কাটা শেষ করে আরেকটা মুখে পুরল। ধীরে ধীরে সে বলে উঠল, 'তুমি কেমন আছ, শমি? বেশ লাগল আবার দেখা হয়ে।'

একজন মূর্তিমান দৈত্য। কিন্তু ওই উন্মত্ত সাইকেল পাম্পবাহিনীর ঝোড়ো আক্রমণের রেশ কাটতে-না-কাটতেই এমন অমায়িক অভ্যর্থনা পেয়ে রাস্টি আরও অভিভূত হয়ে পড়ল।

রণবীর বলে উঠল, 'এতক্ষণে তুমি আমাদেরই একজন হলে, এসো।'

রাস্টি এবার তাদের সঙ্গে চলল।

'সুরি লুকিয়েছে,' ওদের মধ্যে কেউ একজন বলে উঠল, 'দেখ, ও বাড়িতে ঢুকে খিল দিয়েছে হোলি খেলবে না বলে।'

'ওকে খেলতেই হবে,' রণবীর বলল, 'সেরকম হলে ওর বাড়ি ভেঙে ওকে নিয়ে আসব।'

সুরি হোলিকে মারাত্মক ভয় পায়, তাই নিজেকে ঘরে বন্দি করেছে, মা-র রান্নাঘরে তাঁবু ফেলেছে সে। বাইরে খেলার সাথিরা উঠোনে

'আচ্ছা তবে বলো, সেগুলো কী নিয়ে লেখা?'

কিষেণ এবার দৃশ্যতই অস্বস্তিতে পড়ল, আমতা আমতা করে সে বলল, 'হ্যাঁ ... হ্যাঁ ... মানে ... বলছি ... বলছি ... ওই যে গল্পটা আছে না যেখানে সবাই একটা খরগোশের গর্তে ঢুকে যায়?'

'কী সেটা?'

'ওই "ট্রেজার আইল্যান্ড"।'

'সর্বনাশ!'

'তুমি কোনটা কোনটা পড়েছ?' কিষেণ পালটা জিজ্ঞেস করল।

' "ট্রেজার আইল্যান্ড" আর ওই গল্পটা যেটায় সবাই খরগোশের গর্ত

চিৎকার করে নাচতে, কিন্তু ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে সংবরণ করল রাস্টি। যে শক্তি আর সতেজতা নিয়ে বৃষ্টি ছুটে এসেছে তা রাস্টিকে দারুণ স্বস্তি দিয়েছে, যে দমবন্ধ ভাবটা তার মধ্যে ধীরে ধীরে চেপে বসছিল, শরীর-মনকে বিষাক্ত করে তুলছিল তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে।